



233600 - দুই পরিবার এ মরমে একমত হয়েছে যে, প্রত্যকে পরিবার একে অপরকে তাদের ফতিরা প্রদান করবে

---

প্রশ্ন

দুইটি পরিবার পূর্ববর্তী এ মরমে একমত হয়েছে যে, এক পরিবার অপর পরিবারকে তাদের ফতিরা প্রদান করবে— এমন ফতিরার হুকুম কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা ফতিরা ফরয করছেন, ফতিরাকে গরীব-মসকীনেরে হক হিসেবে সাব্যস্ত করছেন এবং ফতিরাকে আদায়কারীর জন্য কৃপণতার দোষ থেকে পবিত্র হওয়ার মাধ্যম বানিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: “আপনি তাদের সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করুন; যার মাধ্যমে আপনি তাদেরকে পবিত্র করবেন ও পরিশুদ্ধ করবেন।” [সূরা তাওবা, আয়াত: ১০৩]

সুতরাং ফতিরা আদায়কারীর উপর ফরয হচ্ছে- ভাল মন নিয়ে ফতিরা আদায় করা। যাকে ফতিরা দ্যো হচ্ছে, ফতিরা দ্যোর বদলে তার থেকে কোন উপকার গ্রহণেরে শর্তারোপ না করা।

এ কারণে আলমেগণ দ্ব্যর্থ ভাষায় উল্লেখ করছেন: ঋণদাতা কর্তৃক ঋণগ্রহীতাকে ফতিরা দ্যো এবং সে ফতিরাকে পাওনা ঋণ হিসেবে দাতাকে ফরত দ্যোর শর্ত করা জায়যে নহে।

ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) বলেন:

“যদি ফতিরা প্রদান করে তার সম্পদ বাড়ানো ও ঋণ আদায়েরে নয়িত করে তাহলে জায়যে হবে না। কারণ যাকাত হচ্ছে- আল্লাহর অধিকার ও হকদারেরে অধিকার। তাই আদায়কারীকে সটো প্রদান করা জায়যে হবে না; যাতে করে আদায়কারী তাৎক্ষণিক কিছু লাভ পায়।”

বযিযটি আরও পরিস্কার করার জন্য বলব: শরয়িতপ্রণতো কোন বনিমিয়েরে বদলেও সটো নতি নেযিধে করছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “আপনি সটো ক্রয় করবেন না; আপনার প্রদত্ত যাকাত আবার ফরত নবিনে না।” অর্থাৎ কনি নেযিও তনি সটোকে প্রদত্ত যাকাত ফরত ন্যো হিসেবে আখ্যায়তি করছেন। সুতরাং ফরত ন্যোর নয়িতে যদি



প্রদান করা হয় সটোর অবস্থা কি হতে পারে?[ইলামুল মুওয়াক্কয়িন (৫/২৭১)]

প্রশ্নে উল্লেখিত শর্তটি এ ধরণে একটি শর্ত। এটি একই ফতিরা কিংবা অনুরূপ ফতিরা প্রদানকারীর কাছে পুনরায় ফেরত আনার একটি কৌশল।

এ ধরণে ঐকমত্য থেকে বুঝা যায়: ফতিরা আদায়কারী কৃপণতার দোষ থেকে পবিত্র হয়নি। কারণ সে, অনুরূপ ফতিরা তাকে ফেরত দেওয়ার শর্তে ফতিরা প্রদান করছে। এটাই তার কৃপণতার প্রমাণ।

আল্লাহই ভাল জানেন।